কালের কণ্ঠ

তারিখ ··· 04 FEB 2014 ···
পৃষ্ঠা ···১··· ··· কলাম···৬··· ······

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের সমাবেশে হামলার সময় অস্ত্র হাতে রাবি ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক শামসুর রহমান ইমন (বাঁয়ে) ও পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক মুস্তাকিন বিল্লাহ। ছবি : কালের কণ্ঠ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

ছাত্রলীগের সেই অস্ত্রবাজরা

রফিকুল ইসলাম, রাজশাহী ▶
২০০৮ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) প্রায় সব অঘটন ঘটেছে ছাত্রলীগের চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী, খুনি, অস্ত্রবাজ, বহিষ্কৃত, অছাত্র এবং বহিরাগত নেতা-কর্মীদের দ্বারা। তবে তাদের কখনো প্রত্যক্ষ আবার কখনো পরোক্ষভাবে মদদ দিয়েছেন রাবি ছাত্রলীগের শীর্ষস্থানীয় নেতারা। কখনো কখনো নেপথ্যে থেকে সাবেক নেতারাও মদদ দিয়েছেন।

অস্ত্র হাতে রাবি ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাসিম আহমেদ সেতু

রবিবার সাধারণ শিক্ষার্থীদের আন্দোলন দমাতে নানা অপকর্মের নায়করাই, অস্ত্র হাতে মাঠে নামে। তাদের সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন বর্তমান কমিটির সভাপতি মিজানুর রহমান রানা ও সাধারণ সম্পাদক এস এম তৌহিদ আল তুহিন।
রাবি ছাত্রলীগের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, ▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ২

ছাত্রলীগের সেই অস্ত্রবাজরা

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

এসব অপকর্মের নায়করাই ছাত্রলীগ পরিচয় দিয়ে ক্যাম্পাসে একের পর এক অঘটনের জন্ম দিয়ে চলেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পক্ষ থেকে তাদের বিরুদ্ধে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এমনকি ছাত্রলীগকর্মীদের হামলায় নিজ সংগঠনের দুজন কর্মী নিহত হলেও পুলিশ এখন পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি। বরং উচ্চ আদালত থেকে জামিনে এসে ওই হত্যাকারীরাই দাপিয়ে বেড়াচ্ছে পুরো ক্যাম্পাস।

অভিযোগ উঠেছে, দুটি হত্যাকাণ্ডে ঘটনার সঙ্গে সংগঠন থেকে কাউকে কাউকে বহিষ্কারও করা হয়েছে। কিন্তু সেই বহিষ্কৃতরা দলের অন্য নেতা-কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কখনো সরাসরি আবার কখনো নেপথ্যে থেকে যুক্ত হয়ে পড়েছে ক্যাম্পাসের ভেতরে চাঁদাবাজি, নিয়োগ ও হলের সিট-বাণিজ্য, যৌন হয়রানি, ছিনতাই, সংঘর্ষ, অস্ত্রবাজি, মারধরসহ নানা অপকর্মে। তারা শুধু ক্যাম্পাসের ভেতরেই নয়, বাইরেও ছিনতাই, ডাকাতি, চাঁদাবাজিসহ নানা বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে লিপ্ত। এসব কারণে এবং সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকেরও কিছু বিতর্কিত কর্মকাণ্ডে সংগঠনের মধ্যে এক ধরনের হতাশা অবস্থা বিরাজ করছে।

রবিবার বর্ধিত ফি ও সান্ধ্য মাস্টার্স কোর্স বাতিলের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর অস্ত্র উঁচিয়ে হামলা চালিয়ে তাঁরা পুরনো পথে পা রাখেন। ফলে ওই আন্দোলনকে ঘিরে ছাত্রশিবির রাজনৈতিক সুবিধা নিতে সক্ষম হয়েছে—এমন কথা ওঠে। এ হামলায় নেপথ্যে থেকে রাবি ছাত্রলীগের আরেক নেতাও কলকাঠি নাড়িয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। রাবির টেন্ডার সিন্ডিকেটের নায়ক ওই নেতাই প্রশাসনের সঙ্গে লিয়াজোঁ করে ছাত্রলীগকে হামলা চালাতে ইন্ধন দেন বলে নিশ্চিত হওয়া গেছে। রবিবার হামলার সময় যাঁদের হাতে অস্ত্র দেখা গেছে তাদের সম্পর্কে অনুসন্ধানে যা জানা গেছে:

[illegible] আহমেদ রুনু : ফয়সাল আহমেদ রুনু হলেন [illegible] অ্যান্ড সায়েন্স বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের [illegible] রাজশাহীর পবা উপজেলার নওহাটা পৌর [illegible] ওয়ার সুবাদে ক্যাম্পাসে প্রচণ্ড দাপটে [illegible] বিরুদ্ধে ক্যাম্পাসে চাঁদাবাজিরও [illegible] কাজ। এ প্রসঙ্গে জানার জন্য গতকাল মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তা বন্ধ পাওয়া গেছে।

আব্দুস সালাম : রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক যুগ্ম সম্পাদক আব্দুস সালাম ওরফে সুদীপ্ত সালাম। তিনি রাবির ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ থেকে গত বছর বিবিএ শেষ করেছেন তবে এখনো এমবিএতে ভর্তি হননি। গত রবিবার পিস্তল হাতে নিয়ে শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করতে দেখা যায় এই সালামকে। ২০১২ সালের ২ অক্টোবর শিবিরের সঙ্গে সহিংসতার সময়ও তাঁকে অস্ত্র হাতে দেখা যায়।

নগরীর বোয়ালিয়া থানা সূত্র মতে, সালামকে গত বছরের ২১ এপ্রিল কলগার্লসহ আটক করে বোয়ালিয়া থানার পুলিশ। পরের দিন দুজনকেই কারাগারে পাঠানো হয়। সালামের কাছ থেকে উদ্ধার করা অবৈধ পিস্তলটি পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার দেখানো হয়।

এ ছাড়া সালামের বিরুদ্ধে ২০১১ সালে ছাত্রদলকর্মী আহসানুজ্জামান অলিন ও মতিহার থানার এক পুলিশ কনস্টেবলকে ছুরিকাঘাত করার ঘটনায় দুটি মামলা রয়েছে। এ দুটি মামলায় পুলিশের খাতায় সালাম এখনো পলাতক আসামি। এ প্রসঙ্গে জানার জন্য গতকাল সন্ধ্যায় তাঁর মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে তা বন্ধ পাওয়া গেছে।

মোস্তাকিন বিল্লাহ : রাবি ছাত্রলীগের পরিবেশবিষয়ক সম্পাদক মোস্তাকিন বিল্লাহ নবাব আবদুল লতিফ হলে থাকার সময় 'চাঁদাবাজ' নামে পরিচিত ছিলেন। বর্তমানে তিনি বঙ্গবন্ধু হলে অবস্থান করছেন। তিনি রাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। তাঁর সঙ্গে শিবিরের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে বলেও রাবি ছাত্রলীগের মধ্যে প্রচার আছে। তিনি সভাপতি মিজানুর রহমান রানার খুব ঘনিষ্ঠজন বলে পরিচিত। গতকাল বিল্লাহর মোবাইল ফোনও বন্ধ পাওয়া যায়।

নাসিম আহম্মেদ সেতু : ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা-কর্মী নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, রাবি ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক ও সাবেক কমিটির গ্রন্থনা এবং পাঠাগারবিষয়ক উপসম্পাদক নাসিম আহম্মেদ সেতুকে পিস্তল হাতে নিয়ে ২০১২ সালের ২ অক্টোবর ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে দেখা যায়। সেতু রাবির পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী। গত রবিবারও তাঁকে পিস্তল হাতে গুলি করতে দেখা যায়। সেতু নিজ সংগঠনের কর্মী সোহেল হত্যাকাণ্ড মামলার আসামি। বর্তমানে তিনি এ মামলায় উচ্চ আদালত থেকে জামিনে আছেন।

এ ছাড়া সেতুর বিরুদ্ধে ২০১২ সালের ২০ এপ্রিল রাবি ছাত্রলীগের কর্মী আশরাফুল ইসলামকে বেড়াতে নিয়ে যাওয়ার নাম করে অপহরণের অভিযোগ ওঠে। এ নিয়ে তিনিসহ ছয়জনকে আসামি করে আশরাফুল বাদী হয়ে চারঘাট থানায় একটি মামলা করেন। এ প্রসঙ্গে জানার জন্য সেতুর মোবাইল ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেও তা সম্ভব যায়নি।

শামসুজ্জামান ইমন : সৈয়দ আমির আলী হলের সাবেক সভাপতি ও বর্তমান কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শামসুজ্জামান ইমন রাবির ইতিহাস বিভাগের চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। তাঁর বিরুদ্ধে হলে চাঁদাবাজির অভিযোগ রয়েছে। গত রবিবার তাঁকে পিস্তল হাতে শিক্ষার্থীদের ওপর গুলি করতে দেখা যায়।

ছাত্রলীগের একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে, গতকাল পত্রপত্রিকায় রাবি ছাত্রলীগের নেতাদের অস্ত্রসহ ছবি প্রকাশ হওয়ার পর থেকেই ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় নেতাদের চাপ সামলাতে অনেকেই ফোন রিসিভ করছেন না অথবা বন্ধ করে রেখেছেন। গতকাল ইমনের সঙ্গেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

তাঁরা বলেন... : রাবির প্রক্টর অধ্যাপক তারিকুল হাসান বলেন, ক্যাম্পাসে অবৈধ অস্ত্র উদ্ধারের জন্য মাঝেমধ্যেই হলগুলোতে তল্লাশি চালানো হয়।

নগরীর মতিহার থানার ওসি শামসুর নুর বলেন, 'আমি এখানে নতুন এসেছি। কারা কোন মামলার আসামি, তা জানা নেই। আর অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের অভিযান সব সময় অব্যাহত রয়েছে। রবিবারও যারা অস্ত্র নিয়ে মহড়া দিয়েছে, তাদের খুঁজে বের করে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

অস্ত্রবাজদের সম্পর্কে জানতে চাইলে ছাত্রলীগের রাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক তৌহিদ আল তুহিন বলেন, 'ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সাধারণত অস্ত্র নিয়ে হামলায় জড়ায় না। যদি কেউ আঘাত করতে আসে সে ক্ষেত্রে আমরা প্রতিরোধ গড়ে তুলি।'

প্রসঙ্গত, এই তুহিনকেও ২০১২ সালের ২ অক্টোবর প্রকাশ্যে অস্ত্র হাতে মহড়া দিতে দেখা যায় এবং তৎকালীন সহসভাপতি আখেরুজ্জামান তাকিমকেও অস্ত্র হাতে মহড়া দিতে দেখা যায়। পরে শিবিরের ক্যাডাররা এ দুই নেতারই রগ কেটে দেয়। এঁদের মধ্যে তাকিম প্রায় পঙ্গু হয়ে গেছেন।